নব দিগন্ত

বুলেটিন
৩

শঙ্কর গুহনিয়োগী ষ্টাডি সেন্টারের মুখপত্র

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ Vol. No. 3

সম্পাদকীয় □ শংকর গুহনীয়োগী-জীবন ও সংগ্রাম/লিলি দে সরকার □ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বিপ্লবী শহীদ শংকর গুহনিয়োগীর ভাবনা/মণীন্দ্র নারায়ণ বোস □ সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি ঃ একটি পর্য্যালোচনা/ডঃ পুণ্যব্রত গুণ □ শিরোপা/শীলা চক্রবর্তী □ চিরজাগরূক/সৃজন সেন □ প্রসঙ্গ ঃ ছত্তিশগড়ী জাতিসত্ত্বা সম্পর্কে শংকর গুহনীয়োগীর ভাবনা/পূর্ণেন্দু বসু □ ভিলাই আন্দোলনের বর্তমান ও ভবিষ্যত/সুখেন্দু ভট্টাচার্য

সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি ঃ একটি পর্য্যালোচনা

*ডঃ পুণ্যব্রত গুণ**

ছত্তিশগড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শংকর গুহ নিয়োগী এক নতুন ধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। হত্যাকারীরা তাঁকে হত্যা করলেও তাঁর চিন্তার মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। নিয়োগীজীর চিন্তার প্রভাব ছত্তিশগড়ের সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। শোষণ মুক্তি সংগ্রামের বীর শহীদ কমরেড নিয়োগীকে শ্রদ্ধা জানানোর যোগ্যতম পথ হল তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাকে নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনা মত বিনিময় করা। নিয়োগীজীর রাজনৈতিক চিন্তার মর্মবস্তু "সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি" নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা উচিত।

শংকর গুহ নিয়োগী সমাজ ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন (অর্থাৎ বিপ্লব) এ বিশ্বাসী ছিলেন। দুই দশক ধরে নিয়োগীজীর নেতৃত্বে ছত্তিশগড়ের মেহনতী মানুষ ইজ্জত এবং অধিকার অর্জনের জন্য একের পর এক গণ আন্দোলনের ঢেউ তুলেছেন। কিন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে শোষিত-নিপীড়িত মানুষকে কিছু সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়ই তাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা তিনি করেননি। প্রতিটি সংগ্রামের সাথে সাথে তিনি ছত্তিশগড়ের শ্রমিকশ্রেণীকে এক বিকল্প নতুন সমাজের ভাবনায় অনুপ্রাণিত করেছেন, স্বপ্ন দেখিয়েছেন "শোষণহীন ছত্তিশগড়, মজদুর কিসাণের রাজ ছত্তিশগড়, নতুন ভারতের জন্য নতুন ছত্তিশ গড়ের।" (শোষণ বিহীন ছত্তিশগড়, মজদুর-কিসাণকে রাজ ছত্তিশগড় নয়ে ভারতকে লিয়ে নয়া ছত্তিশগড়) শ্রমিকশ্রেণী সমাজের অগ্রণী অংশ। তাই কমরেড নিয়োগী মনে করতেন শ্রমিকশ্রেণীকে দায়িত্বর সাথে সমাজের আর্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশের বিকল্প প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভাবতে হবে এবং সেই ভাবনাকে বাস্তব প্রয়োগেও নিয়ে যেতে হবে। তাঁর ভাবনা ছিল যে, শ্রমিকশ্রেণীর সব থেকে এগিয়ে থাকা অংশকে এমনভাবে ভাবতে হবে যাতে তারা নিজেদের সামর্থ্যে কিছু কিছু জনমুখী বিকল্পের উদাহরণও স্থাপন করতে পারে। যে বিকল্পের জন্য অর্থাৎ যে নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্য মানুষ লড়াই করবে, সে বিকল্পের কিছু কিছু নমুনা কোনো কোনো স্থানে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশকে হাতে কলমে করে দেখাতে হবে। এতে করে শ্রমিকশ্রেণীর পিছিয়ে পড়া অংশ এবং জনগণের ব্যাপক অংশ নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখতে শিখবে, সংগ্রামের পথে, বিকল্প গড়ে তোলার লড়াই-এর পথে আস্থাশীল ও সক্রিয় হয়ে উঠবে। নিয়োগীজী এরই নাম দেন—"নির্মাণ" বা "রচনা"।

---

*১৯৮৬ থেকে জুন ১৯৯৪ অবধি শহীদ হাসপাতালের চিকিৎসক, অবিভক্ত ছত্তিশগড় মুক্তিমোর্চার কেন্দ্রীয় সমিতি সদস্য, বর্তমানে কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কার্যরত।

নিয়োগীজী শ্লোগান দেন—"সংঘর্ষকে লিয়ে নির্মাণ, নির্মাণকে লিয়ে সংঘর্ষ" অর্থাৎ সংগ্রামের জন্য নির্মাণ, নির্মাণের জন্য সংগ্রাম। নতুন সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য সংগ্রাম, আর সে সংগ্রামে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে, অনুপ্রাণিত করতে সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজের অগ্রণী অংশ কিছু কিছু নির্মাণের কাজ করবেন। সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতিতে সংঘর্ষই প্রধান, নির্মাণ এখানে শুধু কিছু সংস্কারমূলক কাজ নয়, নির্মাণও সংঘর্ষেরই অংশ।

সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতিকে নিয়ে বাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষার পরীক্ষাগার ছিল দল্লী-রাজহরার লোহাখনি অঞ্চল। মধ্যপ্রদেশের অনগ্রসর ছত্তিশগড় এলাকার একটি ছোট খনি শহর এই অভিনব পরীক্ষানিরীক্ষাগুলির জন্যই শ্রমিক আন্দোলনের মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে ১৯৭৮এ লাল-হরা ঝান্ডার প্রথম সংগঠন ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ (C. M. S. S.) এর ১৭টি বিভাগ খোলা হয়, যেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল—স্বাস্থ্যবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, খেলাধুলা বিভাগ, নেশাবন্দী বিভাগ, সংস্কৃতিবিভাগ, মোহল্লাসুধার বিভাগ, মহিলা বিভাগ, কিসান বিভাগ ইত্যাদি। আসুন সংক্ষেপে এসব কার্যক্রমগুলির পর্যালোচনা করা যাক।

স্বাস্থ্য বিভাগ—স্থানীয় স্টীল প্ল্যান্ট হাসপাতালে ঠিকেদারী শ্রমিকদের চিকিৎসার অপ্রতুলতা জনিত অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে "স্বাস্থ্যকে লিয়ে সংঘর্ষ করো" (স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রাম করো) আন্দোলন। সংগঠনে সামিল চিকিৎসকদের দ্বারা স্বাস্থ্যসম্পর্কিত গ্রুপ মিটিং ও প্রচার, ১৯৮১র আগষ্টে "সাফাই আন্দোলন", ১৯৮২র ২৬শে জানুয়ারী থেকে ১৯৮৩র মে মাস অবধি "শহীদ ডিসপেন্সারী"র পর, ১৯৮৩র শহীদ দিবস ৩ জুনে ১৯৭৭ এর ২-৩ জুনের ১১ জন শহীদ অনুসুইয়া বাই. বালক সুদামা, জগদীশ, টিভুরাম, সোনউদাস. রামদয়াল, হেমনাথ, সমারু পুনউরাম, ডেহরলাল, জয়লালের স্মৃতিতে গড়ে তোলা হয় "শহীদ হাসপাতাল"।

শহীদ হাসপাতাল ছিল "মেহনতকশোঁ কে স্বাস্থ্যকে লিয়ে মেহনত কশোঁ কা অপনা কার্যক্রম" (মেহনতী মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মেহনতী মানুষের নিজস্ব কার্যক্রম)। এ কেবল এক হাসপাতাল নয়, বরং এক স্বাস্থ্য আন্দোলন। কমখরচে সাধারণ মানুষের কাছে বৈজানিক চিকিৎসা পৌঁছানোর পাশাপাশি ছিল স্বাস্থ্য প্রচারের কাজ। জনতাকে স্বাস্থ্য সচেতন করা, তার হাতে ঘরোয়া চিকিৎসা এবং সহজ সরল আধুনিক চিকিৎসার জ্ঞানকে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি রোগের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণগুলি সম্বন্ধে জানানোও ছিল এ কার্যক্রমের কাজ। মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তাকে স্বাস্থ্য আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি চলতি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনগুলিতে চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে হাজির হয়েছে শহীদ হাসপাতাল। শ্রমিকদের নিজস্ব সামর্থ্যে গড়ে তোলা হাসপাতালের চাপে সরকার এলাকায় গড়ে তুলতে বাধ্য হয় সাতটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, B. S. P. ও বাধ্য হয় তার হাসপাতাল সুবিধাকে বিস্তৃত করতে।

শহীদ হাসপাতাল আন্দোলন স্বাস্থ্য বিষয়ে এক বিকল্প ভাবনার জন্ম দেয়।

সবচেয়ে অভিনব ছিল শহীদ হাসপাতালের পরিচালন পদ্ধতি। বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজের যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায় সকল হাসপাতালের hierarchyতে, তা শহীদ হাসপাতালে অনুপস্থিত ছিল। কোন প্রশাসক বা পরিচালক নয়, হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার, চিকিৎসা কর্মী ও স্বাস্থ্য কর্মীকে নিয়ে গঠিত এক হাসপাতাল সমিতি ১১ বছর যাবৎ এ স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে চালিয়ে এসেছে। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মানসিক শ্রম-কায়িকশ্রমের কোন পার্থক্য ছিল না। নতুন মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যের যে ইজ্জত এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হবে, সে অধিকার-ইজ্জত এবং দায়িত্ববোধের অংশীদার ছিলেন হাসপাতাল সংগঠনের প্রতিটি সদস্য। তাই শহীদ হাসপাতাল নতুন সমাজের সম্বন্ধে, নতুন সমাজের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনতাকে ধারণা দিত, মানুষকে উৎসাহিত করত নতুন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংগ্রামে। মানুষকে ভাবতে শেখাত বর্তমান শোষণভিত্তিক সমাজ সম্পর্কে। স্বপ্ন দেখাত নতুন সমাজের।

পরিবেশ আন্দোলন — পরিবেশ আন্দোলন নিয়ে নিয়োগীজীর বিকল্প ভাবনা ছিল অভিনব, এ ভাবনাকে তিনি তাঁর শহীদত্বের আগে লেখা "হমারা পর্যাবরণ", এ রূপ দিয়ে গেছেন। আদিবাসীদের জল, জঙ্গল, জমির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার সাথে সাথে তিনি তাঁর বিকল্প ভাবনাকে মূর্ত রূপ দিয়েছেন শ্রমিক সংঘের কার্যালয়ের পিছনে একটি ছোট জঙ্গলে। শ্রমিকসাথীদের সযত্ন লালন পালনে লোহপাথরের ঊষর ভূমিতে যে জঙ্গল গড়ে ওঠে, সে কার্যক্রমের নাম "অপনা জঙ্গল কো পহচানো" (নিজের জঙ্গলকে চেনো)। জঙ্গলবাসী যদি জানে কোনটি কি গাছ, কি তার উপযোগিতা, তাহলে জঙ্গলকে রক্ষা করতে বনবিভাগের সিপাহীর প্রয়োজন হবে না, জঙ্গলবাসী জনতা নিজেই তাকে রক্ষা করবে। আর জঙ্গল পুঁজিপতিদের মুনাফা লোটার ক্ষেত্র না হয়ে, হয়ে উঠবে সমাজের জন্য। শোষণহীন সমাজে জঙ্গলের কল্পনা মানুষ যাতে করতে পারে এ ছোট জঙ্গলটি হোল তার অনুপ্রেরণা।

শিক্ষা — ইউনিয়ন স্থাপনের সময় ঠিকেদারী শ্রমিক পরিবারের শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলনা। ইউনিয়নের প্রয়াসে গড়ে ওঠে ছয়টি প্রাথমিক স্কুল। এ আন্দোলনের চাপে B. S. P. এবং সরকার বাধ্য হয় বহু সংখ্যক প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল খুলতে। পরে 'হেমন্ত পাঠশালা' নামক প্রাথমিক স্কুলটি কেবল ইউনিয়ন নিজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, অন্য পাঁচটি স্কুলে শিক্ষক এবং শিক্ষকদের বেতন যোগাতে বাধ্য হন সরকার। কিন্তু সে স্কুলগুলির ও ভবন নির্মাণ, ভবন সংস্কার, স্কুল পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নজরদারী করতে থাকেন শ্রমিক প্রতিনিধিরা। (তবে একটি বিষয় স্বীকার করতে হবে শহীদ হাসপাতালে যেমন বিকল্প স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নমুনা স্থাপন করা গেছে, বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সে রকম কোন কাজ করা যায়নি। কেননা শহীদ হাসপাতালকে নিয়ে কাজ করার জন্য যেভাবে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন, তা ছিল না স্কুলগুলিতে।)

খেলাধুলো—শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের খেলাধুলোর ব্যবস্থা করতে গড়ে ওঠে শ্রমিকদেরই উদ্যোগে "শহীদ সুদামা ক্লাব"। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবলের পাশাপাশি কবাডি জাতীয় দেশজ খেলায় দক্ষ বহু খেলোয়াড়ের জন্ম দেয় এই ক্লাব।

নেশাবন্দী আন্দোলন—গান্ধীবাদীরা লম্বা সময় যাবৎ মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন চালিয়েও যে সফলতা লাভ করতে পারেননি, সে সফলতা লাভ করে দল্লী-রাজহররার নেশাবন্দী আন্দোলন (তাও এমন এক এলাকায় মদ্যপানই যেখানে আদিবাসী জীবনের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল)। কেননা নেশাবন্দী আন্দোলন এখানে শ্রেণী সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে গড়ে ওঠে। শ্রমিকরা অবসর সময়ে নেশায় নিমজ্জিত না হয়ে ইতিবাচক সৃষ্টিধর্মী কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে এ ছিল কমরেড নিয়োগীর পরিকল্পনা। এখান থেকেই সংবাদপত্র পাঠ, লাইব্রেরী গঠন, শারীরিক শ্রম, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রমের অভ্যাস গড়ে ওঠে শ্রমিকদের। (প্রগতিশীল চলচিত্র প্রদর্শনের জন্য ইউনিয়ন ধীরে ধীরে জোগাড় করে একটি 16 mm প্রোজেক্টার এবং TV-V. C. R.)।

সংস্কৃতি বিভাগ—সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসারে গড়ে তোলা হয় "নয়া আজ্ঞোর" (নতুন সূর্য্যের কিরণ) লোক সংস্কৃতি মঞ্চ। ছত্তিশগড়ের বিভিন্ন লোক সাংস্কৃতিক কলা মাধ্যমগুলিতে যোগদান করা হয় প্রগতিশীল উপাদান। ছত্তিশগড়ের সাম্রাজ্যবাদ- সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম (1857) এর শহীদ বীর নারায়ণ সিংহের ইতিহাসকে নিয়োগীজী ইতিহাসের গর্ভ থেকে খুঁজে আনেন, বীর নারায়ণ সিংহ নাটক হাজার হাজার গ্রামে অভিনীত হয়ে মানুষকে পরিবর্তনবাদী আন্দোলনে উদ্দীপিত করতে থাকে। এ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফসল শ্রমিক গায়ক-কবি ফাগুরাম যাদবের নাম তো অনেকেই জানেন। তাছাড়া বিগত পাঁচ বছরের ভিলাই আন্দোলন জন্ম দিয়েছে অনেক জনকবিতা, গণসংগীত এবং জনকবি ও জনগায়কের।

মোহল্লা সুমার বিভাগ—রাজহরার প্রতিটি মোহল্লায় শ্রমিকদের নেতৃত্বে অন্যান্য অধিবাসীদের নিয়ে মোহল্লা কমিটি তৈরী হয়। মেহল্লার সমস্যা নিয়ে আন্দোলন, মোহল্লার নেশাবন্দী এবং ইউনিয়নের অন্যান্য কার্যক্রম লাগু করা ছাড়াও ছোট রূপে জন আন্দোলনের ভূমিকাও পালন করত কমিটিগুলি। মোহল্লার মানুষ পারিবারিক, সামাজিক এবং অপরাধিক মামলায় পুলিশ বা আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার আগে মোহল্লা কমিটিগুলির সহায়তা নিতেন।

মহিলা বিভাগ—"মহিলা মুক্তি মোর্চা" হিসাবে গড়ে ওঠে। এ সংগঠনের দিশা ছিল—(১) মহিলাদের নেতৃত্ব বিকশিত করা, (২) মহিলাদের উপর সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরোধিতা, (৩) অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামে সাথ দেওয়া, (৪) পুঁজিবাদী শোষণের বিরোধিতা এবং (৫) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লড়াই জারী রাখা। মহিলা মুক্তি মোর্চা নারীবাদী আন্দোলন হিসাবে গড়ে ওটেনি, বরং একে গড়ে তোলা হয় "নারী পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ" এ ধারণা থেকে।

কিসান বিভাগ—১৯৭৮এর কিসান বিভাগ পরবর্তীকালে ছত্তিশগড় মুক্তিমোর্চার রূপ নেয়। নিয়োগীর ভাবনা ছিল ছ. মু. মো.কে এভাবে গড়ে তোলার—"ছত্তিশগড় মুক্তিমোর্চা ছত্তিশগড়ের কিসান-মজদুর-বুদ্ধিজীবী এবং অন্য দেশপ্রেমী শ্রেণীগুলির সংগ্রামী মোর্চা। এ মোর্চার নেতৃত্ব করবেন শিল্প শ্রমিকশ্রেণী। ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা, ছত্তিশগড়ের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, নবযুবক, মহিলা এবং অন্য শোষিত-নিপীড়িত জনতার স্বেচ্ছায় গঠিত সংগঠন, যার লক্ষ্য গুণগতভাবে ছত্তিশগড়ের জনতার আর্থিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ, ছত্তিশগড় ভূভাগে এক স্বাবলম্বী অর্থনীতির মাধ্যমে ছত্তিশগড়ী জনতার স্বাভিমান বোধ জাগৃত করা এবং এক শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া।" নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় যুক্ত মোর্চার ভাবনা কাজ করেছিল এ চিন্তার পেছনে।

মেসিনীকরণ বিরোধী আন্দোলন শ্রমিক ছাঁটাইকারী মেসিনীকরণের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ১৫ বছর আন্দোলন চালিয়ে মেসিনীকরণের পথ রোধ করে লোহাখনিতে অর্ধ মেসিনীকরণের বিকল্প ও নির্মাণ কার্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল ছিল। যে বিকল্পে শ্রমিকের হাত থেকে কাজ যেত না আর মেসিনের সাহায্যে উৎপাদনের গুণবত্তাও উত্তম হত।

শহীদ ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কশপ—'৮০র দশকের প্রথমে রাজহরার প্রাইভেট গ্যারেজ এর মিস্ত্রীদের এক আন্দোলনের সময় গড়ে ওঠে এই ওয়ার্কশপ। গ্যারেজ শ্রমিকরা এখানে কাজ করেন, পরিচালনার ভারও শ্রমিকদেরই উপর। তাছাড়া প্রতিবছর প্রায় ৫০ জন নবযুবক ট্রেনিং পেয়ে স্বনির্ভর হয়ে ওঠেন এ ওয়ার্কশপ থেকে।

এই নির্মাণ কার্যগুলি হোল বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে নতুন সমাজ ব্যবস্থার ভ্রূণ। যেগুলি সৃষ্টি করে মেহনতী মানুষ এবং স্রষ্টারাই নির্মাণ কার্যগুলির মালিক। সাধারণ খেটে-খাওয়া গরীব মানুষ এই সমস্ত নির্মাণ কার্যগুলি থেকে উপকৃত হন। এইগুলির মধ্যে দিয়ে মেহনতী মানুষের মধ্যে নব চেতনা অংকুরিত হয়। মানুষ শোষণহীণ সমাজের স্বপ্ন দেখে এবং অন্যদের দেখতে শেখায়। গণউদ্যোগ এবং গণসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিকশিত এক একটি নির্মাণ সংগ্রামী মানুষের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলে। বর্তমান সমাজের পচা-গলা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর মানুষের ঘৃণার মনোভাব জাগ্রত হয়। এই নির্মাণ-কর্মগুলি মানুষের মধ্যে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের এক বাতাবরণ তৈরী করে। শোষিত নিপীড়িত মানুষ নব নব সৃষ্টির নব নব সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়।

সংস্কারবাদীরা কিছু কিছু সংস্কারের মাধ্যমে চালু সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কাজ করে। কিছু পাইয়ে দিয়ে বর্তমান সমাজ সম্পর্কে জনতার ঘৃণা, অসন্তোষকে চাপা দিয়ে রাখে। মানুষকে সংগ্রামের পথে উদ্বুদ্ধ না করে নিষ্ক্রিয় করে। কখনই বর্তমান সমস্যার আর্থ-সামাজিক কারণ সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করায় না। কিন্তু সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি জনতাকে সমাজের

গুণগত পরিবর্তনের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। নতুন মানব সমাজের বোধ সীমিত ক্ষেত্রে হলেও মানুষের কল্পনাশক্তিকে নাড়া দেয়।

তাই ছত্তিশগড়ের প্রতিটি গণ আন্দোলন শোষণহীন সমাজ স্থাপনার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে নিয়োগীজীর নেতৃত্বে। ছত্তিশগড়ের মানুষ স্বপ্ন দেখে এমন এক ছত্তিশগড়ের—

"যেখানে সবার জন্য পানীয় জল থাকবে,
যেখানে সব খেত সেচের জল পাবে,
যেখানে সব হাত পাবে কাজ,
যেখানে সব কৃষক পাবে ফসলের উচিত দাম,
যেখানে সব গ্রামে হাসপাতাল হবে,
যেখানে প্রতিটি শিশুর পড়ার জন্য স্কুল থাকবে,
যেখানে সবাই পাবে ভূমি আর ঘর,
যেখানে থাকবে না গরীবী, শোষণ আর পুঁজিবাদ।"

ছত্তিশগড়ের মানুষ শ্লোগান তোলে—

"আমাদের দেশপ্রেমের পরিচয়...
আমাদের ছত্তিশগড়
ছোট আর সুন্দর রাজ্য ছত্তিশগড়
নতুন ভারতের জন্য নতুন ছত্তিশগড়
শোষণহীন ছত্তিশগড়
আমাদের স্বপ্নের ছত্তিশগড়।"

সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি অর্থনীতিবাদের অন্ধকার হটিয়ে দেয়, আনে মুক্তির অবলোকন।

সারা দেশ জুড়ে যখন সংসদীয় দলগুলি সুবিধাবাদ, ভোগ লালসা ও ক্ষমতা লিপ্সায় নিমজ্জিত, সমাজ পরিবর্তনকামী শক্তিগুলি যখন নানা জটিলতা ও দিশাহীনতায় আচ্ছন্ন তখন নিয়োগীর "সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি" অবশ্যই এক নতুন আলোর দিশারী।

কানোরিয়া আন্দোলনের শহীদ কম্ সমীর রায়ের মূল্যায়ন দিয়ে এ লেখার শেষ করছি—

"অনেকে সংঘর্ষ ও নির্মাণের তত্ত্ব বুঝতে পারেন না অথবা বুঝতে চান না। আমি বিশ্বাস করি সংঘর্ষ-নির্মাণের তত্ত্ব সমাজ বিজ্ঞানে নতুন অবদান। মার্কস এঙ্গেলস্ লেনিন স্তালিন মাওয়ের পরে সমাজ বিজ্ঞানে এ তত্ত্ব নতুন আলোর দিশারী। কিন্তু কেন? অনেকে বলবেন সংঘর্ষ না হয় বুঝলাম নির্মাণ তো সংস্কার। না নির্মাণ সংস্কার নয়। নির্মাণ সাংস্কৃতিক বিপ্লব, নির্মাণ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন মানসিকতা ও নতুন মানুষ গড়ার পথ। এ পথ সৃজনশীলতারও পথ। শ্রেণী সংগ্রামের পর্যায়ে নির্মাণের কথা ইতিপূর্বে সমাজ বিজ্ঞানীরা তেমন

ভাবেন নি। ভাবলেও প্রয়োগে রূপান্তরিত হয়নি। অর্থনীতি পাল্টালে সংস্কৃতি রাজনীতির পরিবর্তন ঘটে যাবে এ ধারণার বিরুদ্ধে সমাজ বিজ্ঞানীরা অনেকটা আটকে গিয়েছিলেন। মাও সে তুং বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। তাই সংঘর্ষ নির্মাণের তত্ত্ব ছাড়া সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব অসম্পূর্ণ। বর্তমান বিশ্ব সে কথাই বলে। অনেকে বলবে—শ্রেণী সংগ্রামের চরম পর্যায়ে সব নির্মাণই তো শোষক শ্রেণী ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, দেবে। মানসিকতাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় না। সংঘর্ষের জন্য নির্মাণ ও নির্মাণের জন্য সংঘর্ষ-এর অর্থ সংঘর্ষের শুরু থেকেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুরু। It is a continuous and neverending intercourse between class struggle and social and cultural struggle. শোষকশ্রেণী শোষণ করার জন্য সংঘর্ষ করছে, বিপরীতে শ্রমিক শ্রেণী শোষণ মুক্তির জন্য সংঘর্ষ করছে। শোষক শ্রেণী শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্য নির্মাণ করছে—শ্রমিক ও কৃষকরা মানুষের সেবার জন্য, সংঘর্ষকে শক্তি যোগানোর জন্য নির্মাণ করছে। এ পথেই এ প্রতিবিপ্লবকে আটকানো সম্ভব। তাই সমাজ বিজ্ঞানে এ এক নতুন দিশারী। অবশ্যই নতুন দিশারী।"

শংকর গুহনিয়োগীকে যেমন দেখেছি,
সমীর রায় (দিগন্ত বলয়,
অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২, প্রসঙ্গ ঃ শংকর গুহনিয়োগী)

উপসংহার ঃ নিয়োগীর মৃত্যুর পর ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বের একটা বড় অংশ সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতিকে ছেড়ে দেওয়া শুরু করেন। শ্রেণীসংগ্রামের পথ ছেড়ে বেছে নেন শ্রেণী সমঝোতার রাস্তা, নির্মাণ কর্মগুলিও ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে।

কিন্তু নিয়োগী এক ব্যক্তি নন, এক ধারা। ধারার মৃত্যু নেই। সে ধারাকে, সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতিকে আজ ছত্তিশগড়ে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা (নিয়োগী পন্থী)-র কর্মীরা।

আর ছত্তিশগড়ের বাইরে কানোরিয়ার শ্রমিকরা তো সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতিকে অনুসরণ করে এক নব ইতিহাসই সৃষ্টি করলেন।

তাই সংঘর্ষ ও নির্মাণের মৃত্যু নেই।

(নিয়োগীজীর প্রথম শহীদ দিবসে কমরেড পূর্ণেন্দু বসু সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতির উপর একটি নিবন্ধ লেখেন। সে নিবন্ধের অফুরন্ত সাহায্য নিয়ে এ লেখা লিখেছি।)